82681 - কাফের শাসকের হাতে বাইআত করা কি জায়েয?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: কোন কাফের শাসকের হাতে বাইআত করা কি জায়েয?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

বাইআত
হচ্ছে-
আনুগত্য করার
প্রতিশ্রুতি।
এটি
বাইআতকারী ও
বাইআতগ্রহণকারীর
মধ্যে আইনানুগ
চুক্তি।
বাইআতগ্রহণকারী
হচ্ছে- আমীর
কিংবা খলিফা।

আহলে
হিল্ল ওয়া আকদ
কর্তৃক খলিফা
মনোনীত করার
মাধ্যমেই
বাইআত সংঘটিত
হয়; আহলে
হিল্ল ওয়া আকদ
বলা হয় ঐ

সমস্ত ব্যক্তিবর্গকে
যাদের মধ্যে
আমানতদারিতা
ও নীতিনির্ধারণের
যোগ্যতা রয়েছে।

‘আল-মাওসুআ
আল-ফিকহিয়্যা’
গ্রন্থে
(৯/২৭৪) এসেছে-

বাইআতের
পারিভাষিক
সংজ্ঞায় ইবনে
খালদুন তাঁর ‘মুকাদ্দিমা’
গ্রন্থে বলেন:
আনুগত্যের
প্রতিশ্রুতি
গ্রহণ; যেন
বাইআতকারী
আমীরের সাথে এ
মর্মে চুক্তিবদ্ধ
হচ্ছেন যে,
তার নিজের
ব্যাপারে ও
মুসলমানদের
ব্যাপারে
সিদ্ধান্ত
দেয়ার অধিকার
আমীরকে
প্রদান করা হল।

এ ব্যাপারে
তার সাথে দ্বন্দ
করবে না।
এমনকি
সুখ-দুঃখ
সর্বাবস্থায় আমীর
কর্তৃক যে
দায়িত্ব
প্রদান করা হয়
সেক্ষেত্রে
তার আনুগত্য
করবে। লোকেরা
যখন আমীরের
হাতে বাইআত
করত: তখন তারা আমীরের
হাতে হাত
রাখত। তাই এটি
যেন বিক্রেতা
ও ক্রেতার
চুক্তির মত।
হাতে হাত রেখে
মুসাফাহা এর
মাধ্যমে বাইআত
সংঘটিত
হয়।[সমাপ্ত]

উল্লেখিত
গ্রন্থে
(৯/২৭৮) আরও
এসেছে:

আহলে
হিল্ল ওয়া আকদ
কর্তৃক ইমাম
(রাষ্ট্রপ্রধান)
মনোনীত করা ও
তাদের
বাইআতের
মাধ্যমেই
তাঁর ইমামত ও
খিলাফতের
বাইআত সংঘটিত
হয়। আহলে
হিল্ল ওয়া আকদ
হচ্ছে- আলেম
শ্রেণী ও নীতিনির্ধারক
শ্রেণী।
যাদের মাঝে
ইলমের সাথে আমানতদারিতা,
ন্যায়পরায়নতা
ও সিদ্ধান্ত
দেয়ার যোগ্যতা
রয়েছে।[সমাপ্ত]

আহলে
হিল্ল ওয়া আকদ
এর সদস্যদের
মধ্যে যেমন কিছু
গুণাবলি থাকা
শর্ত ঠিক
তেমনি বাইআত

গ্রহণকারী

খলিফার

মধ্যেও কিছু

গুণাবলি থাকা

শর্ত। এর

মধ্যে কিছু

গুণাবলি নিয়ে

মতভেদ আছে; আর কিছু

গুণাবলি

সর্বসম্মত।

খলিফা মুসলিম

হতে হবে এ

ব্যাপারে

আলেমদের কারো

মাঝে কোন দ্বিমত

নেই। কারণ

বাইআত গ্রহণ

করার দাবী হচ্ছে-

আল্লাহর আইন

বাস্তবায়ন

করা, দণ্ডবিধি

কায়েম করা, রাষ্ট্রের

সীমান্ত

সংরক্ষণ করা।

তাই একজন কাফের

কিভাবে

আল্লাহর আইন

কায়েম করবে

এবং এ কাজগুলো

বাস্তবায়ন

করবে?! বরঞ্চ যে খলিফা মুসলিম ছিল; কিন্তু সে কাফের হয়ে গেছে তাহলে তার কুফরীর কারণে তাকে পদচ্যুত করা হবে।

ইবনে হাজম (রহঃ) খলিফা হওয়ার শর্তগুলো উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন:

মুসলিম হওয়া। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন: "আল্লাহ কখনইমুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোন পথ রাখবেননা।"।[সূরা নিসা, আয়াত: ১৪১] খিলাফত হচ্ছে- সবচেয়ে বড় পথ। এছাড়াও আল্লাহ আহলে

কিতাবদেরকে
ছোট করে রাখার
এবং তাদের
নিকট থেকে
জিযিয়া আদায়
করার নির্দেশ
দিয়েছেন।[সমাপ্ত;
আল-ফাসলু ফিল
মিলাল ওয়াল আহওয়া
ওয়ান নিহাল
(৪/১২৮)]

ইমাম নববী
বলেন:

কাযী
বলেন:
আলেমগণের
ইজমা অনুযায়ী
কোন কাফেরের
ইমামত ও
খিলাফত
সংঘটিত হবে
না। যদি খলিফার
মধ্যে
নতুনভাবে
কুফরী প্রবেশ
করে তাহলে তাকে
পদচ্যুত করা
হবে।[সমাপ্ত;

শারহু মুসলিম

(১২/২২৯)]

আল-মাওসুআ

আল-ফিকহিয়্যা

(৬/২১৮) তে

এসেছে:

ফিকাহবিদগণ

খলিফা হওয়ার

জন্য কতগুলো

শর্ত করে

থাকেন। এর

মধ্যে কিছু

শর্ত আছে

সর্বসম্মত; আর

কিছু শর্ত

নিয়ে মতভেদ

আছে। খলিফা

হওয়ার জন্য

সর্বসম্মত

শর্তের মধ্যে

রয়েছে:

১. ইসলাম।

এটি সাক্ষ্য

গ্রহণ করা ও

কারো অভিভাবকত্ব

গ্রহণ করার

ক্ষেত্রেও

শর্ত। যে

কাজগুলো খিলাফতের চেয়ে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “আল্লাহ কখনইমুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোন পথ রাখবেননা।”।[সূরা নিসা, আয়াত: ১৪১] যেমনটি ইবনে হাজম বলেছেন: ইমামত বা খিলাফত হচ্ছে- সবচেয়ে বড় পথ এবং যাতে করে মুসলিম খলিফা মুসলমানদের সুবিধাগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে পারে।[সমাপ্ত]

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে: কাফের শাসকের

হাতে বাইআত

করা নাজায়েয।

আল্লাহই

ভাল জানেন।